ISSN 2815-7931

দেশী DESHII

Whisper

Bilingual Newsletters

Volume 1, Issue 1 |Auckland, New Zealand| ৮ই ফাল্গুন, ১৪২৭| Sunday |**21st February 2021**

২১শে ফেব্রয়ারি: আন্তর্জতিক মাতৃভাষা দিবস

ড. মুস্তাফিজুর রহমান, PhD.....

"মোদেব গর্ব মোদের আশা,
আমরি বাংলাভাষা।"

কবির এই পংক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির প্রাণের কথা যেন অবলীলায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি, লিখি এবং ভাবের আদানপ্রদান করে থাকি। জন্মের পর থেকেই মায়ের মুখ থেকে যে-প্রথম বাণি শুনে থাকি তা-ই আমাদের প্রথম বাংলা ভাষা। তাই তো এই ভাষা বাঙালির প্রাণের ভাষা- মাতৃভাষা। এই ভাষার প্রতি রয়েছে সুগভীর শ্রদ্ধা আর অকৃত্রিম ভালবাসা। এই ভাষা যেমন গর্বের তেমনি বেদনার। এর রয়েছে বেদনাবিধুরতা।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রয়ারি দিনটি একটি শোকবহ দিন। এই দিনেই রফিক, সালাম ও বরকতেরা শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার পেয়েছি। এমনকি এই শহীদদের রক্তের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতারও স্বপ্ন দেখেছিলাম। বলা যায়ঃ এখান থেকেই শুরু হয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো বাংলাভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে ঘোষণা করে। এরপর থেকে সমগ্র পৃথিবীতে সুগভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। এই উদযাপনের সাহায্যে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে 'বাংলাদেশ' নামক একটি রাষ্ট্রের কথা এবং এই দেশের ভাষা বাংলা। এই ভাষার জন্য বাংলাভাষি মানুষ বিদ্রোহ করেছে, সংগ্রাম করেছে এবং নাম-না-জানা কত মানুষ শহীদ হয়েছেন। এর সঠিক তথ্য আজও আমরা শনাক্ত করতে পারিনি। এই দীনতা আমাদের বাঙালি জাতির এবং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের কলংক। আমরা জানি না যে কত দিন এই কলংক আমরা বয়ে নিয়ে যাব।

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায়

এই সংখ্যার ভিতরেঃ

১ ২১শে ফেব্রয়ারি: আন্তর্জতিক মাতৃভাষা দিবস

২ বাংলাদেশী সংগঠন সংবাদঃ

৪ খেলাধুলার সংবাদ

আমাদের কথা
প্রথম সংকলন ও কভিড ১৯

ডাঃ মোহাম্মদ ইসলাম (সাখু)
সভাপতি, BNZFS 2019-21

সবাইকে শুভেচ্ছা।

বেশ কিছু বছর বিরতির পর সোসাইটি আবার তাঁর অনলাইন ও মুদ্রণ সম্বলিত প্রকাশনা শুরু করতে যাচ্ছে। তাঁরই প্রথম ধাপ হিসেবে আজকের এই নিউজলেটর। "দেশী হুইস্পার"। বর্তমান অতি প্রযুক্তি সম্পন্ন বিশ্বে এখন সব ধরনের তথ্য ও সংবাদের জন্য অনেক ধরনের মাধ্যম ও ব্যবস্থা রয়েছে। এবং এ মাধ্যমগুলো সবারই নাগালের মধ্যে। বেশিরভাগই মানুষের আঙ্গুলের ডগায়। তারপরও এই সুদূরেও অনেকে এখনও একটু বাংলা ইংরেজি মিশানো একটি তথ্যমূলক আমাদের একান্ত নিজস্ব কথা বলা মুদ্রিত বা অন্তর্জালে প্রকাশিত বার্তা বহনকারী পত্রিকা নামক জিনিসটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেই অনুভূতি থেকেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

কভিড ১৯ সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই ক্ষুদ্র মরনব্যাধি জীবনের সর্বস্তরে আঘাত হেনেছে, তছনছ করে দিয়েছে সারা পৃথিবী। বস্তুত পৃথিবীর সকল ধরনের কর্মকাণ্ড থামিয়ে দিয়েছে। আমরা সবাই একধরনের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। আমরা আমাদের প্রিয়জন, নিকট-আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবসহ বহু পরিচিত অপরিচিতজনেরা যারা বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশসমূহে অবস্থান করছেন তাদের নিয়েও উদ্বিগ্ন। আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি। যারা কষ্টে আছেন তাদের জন্য অন্যেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।

তবে এই কভিড ১৯ কে মোকাবেলা করতে হলে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। এজন্য দরকার সরকারী নির্দেশ মেনে চলা। তাহলেই আমরা পারবো পুরো করোনাকে এদেশে নির্মূল করতে। নিউজিল্যান্ডে এবার নিয়ে তিন তিনবার লকডাউন হোল। কমিউনিটিতে যখনিই করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে ততবারই নিউজিল্যান্ড সরকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মোতাবেক লকডাউনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২১শে ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জতিক মাতৃভাষা দিবস

সেই যে শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। এসময় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। আর এর মধ্য দিয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। এর একটি হল পাকিস্তান এবং অন্যটি হল ভারত। তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতারা বললেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এই সিদ্ধান্ত পূর্বপাকিস্তানের জনগণ মেনে নিতে পারেন নি। ফলে তাঁরা দাবি জানিয়েছিলেন যে পূর্বপাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। ভাষাসংক্রান্ত এই দাবি সম্মুখে রেখেই সর্বপ্রথম আন্দোলন সংগঠিত করে 'তমুদ্দন মজলিস'। আর এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। পরবর্তিকালে এখান থেকেই সংগ্রাম ও বিদ্রোহ শুরু হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এবং এর ফলশ্রুতি হল বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের উদ্ভব। এই দেশ বাংলাদেশ, আর এর ভাষা বাংলা। বাঙালি জাতির অনেক ত্যাগতিতীক্ষার ফল হল বাংলাভাষা। আমরি বাংলা ভাষা, আমি তোমায় কতই–না ভালবাসি।

(অকল্যান্ড ১৯/০২/২০২১, রাত ১১:১৫)

(বিদ্রঃ লেখক নিউজিল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশী, পিএইচডি (বাংলা). নাট্যতত্ত্ববিদ, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও নিদের্শক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।)

বৈশ্বিক মহামারী ও সমসায়িকঃ

আমাদের নিউজিল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ

করোনা ১৯: সারা পৃথিবীতে আজ (২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২১) পর্যন্ত দশ কোটি এগারো লক্ষেরও অধিক মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, এর মধ্যে প্রায় ২৪ লক্ষেরও বেশী লোক মৃত্যু বরন করেছেন। নিউজিল্যানডে সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৩৪৮ জন, কমুউনিটিতে মাত্র ৪টি একটিভ কেস আছে এবং সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৬ জন। বাংলাদেশে সরকারী হিসেব অনুযায়ী আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের বেশী এবং মৃত্যুর সংখ্যা আট হাজারের উপরে। সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ করোনায় আক্রান্ত এবং মৃত্যু হয়েছে আমেরিকায় যা যথাক্রমে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ও পাঁচ লক্ষের অধিক। নিউজিল্যানডে প্রথমবার কমিউনিটিতে করোনা দেখা গিয়েছিল ২০২০ সালের মার্চ মাসে। সারাদেশ কঠিনভাবে এর মোকাবেলা করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার শুধুমাত্র অকল্যানডে। দ্বিতীয়বার হয়েছিল আগস্ট ২০২০ সালে। এই ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয়বারের মত কমিউনিটিতে করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেল। এর প্রতিকারে বরাবরের মতই সরকার অকল্যান্ডকে এলার্ট লেভেল ৩ ঘোষণা করেছিল। করোনা সম্পর্কে সর্বশেষ স্ট্যাটিস্টিক পেতে হলে নিচের লিংকে যানঃ

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?

বাংলাদেশী সংগঠন সংবাদঃ

সোসাইটি (Bangladesh New Zealand Friendship Society Inc.):

২০২০ সালে সোসাইটির (BNZFS) দু' দুটি বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাটি বিলম্বিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অনুষ্ঠান। বিভিন্ন সাংঘঠনিক জটিলতার কারণে বার্ষিক সাধারণ সভাটি সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত হয়নি। সেই কারণে সংঘঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম স্থবির অবস্থায় ছিল। তৎকালীন কার্যকরী পরিষদ বিশেষ করে ডঃ দাউদ আহমেদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাংগঠনিক প্রতিকূলতা উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হন। জটিলতা সমাধানের জন্য ২৯শে নভেম্বর ২০১৯-এ একটি প্রয়োজনীয় (অতিজরুরী) বিশেষ (Special) সাধারন সভার অনুষ্ঠান হয়। এর মাধ্যমে কার্যকরী পর্ষদকে পুনর্গঠিত করা হয় ও সোসাইটির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ২০২০-এর পূর্ণাংগ বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্য ছিল একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করা, যারা সোসাইটির কার্যক্রমকে পুনর্জীবিত করবে এবং সংঘটনের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু করবেন।

২৮শে ফেরুয়ারী ২০২০ সালের সাধারণ সভার উপস্থিত সাধারণ সদস্যদের সর্বসন্মত সন্মতিতে ডাঃ মোহাম্মদ ইসলাম সাখুকে নিয়ে একটি একক নেতৃত্বে ২০১৯-২১ সালের কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত করা হয় এবং তাকে তার কমিটি গঠন করার সর্বাঙ্গ দায়িত্ব দেয়া হয়। ডাঃ সাখু তখন উপস্থিত সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে স্বপ্রনোদিত স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি চলমান কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। এই কার্যকরী কমিটিটি প্রথমেই সোসাইটির অতি পরিচিত, পুরানো এবং কমিনিউটি গঠনমূলক কার্যক্রমকে পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টা হাতে নেয়। এর মধ্যে বিশেষ করে নিষ্ক্রিয় থাকা CMRD (Centre for Migrant Research and Development), নিউজলেটার ও আয়োজন (ত্রৈমাসিক বাংলা ম্যাগাজিন), রেডিও একতারা ও বাংলা লাইব্রেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সাথে সাথে সোসাইটির অনুদান ও তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

বস্তুতঃ কভিড-১৯এর লকডাউনের কারণে সোসাইটির স্বাভাবিক কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্থ হলেও কার্যকরী পরিষদ বিভিন্নভাবে কমুউনিটির গঠনমূলক কাজ করে। এরমধ্যে বিশেষ করে নিউজিল্যান্ড সরকারের লকডাউন চলাকালীন তথ্যসমুহ সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়া, বানজির (BANZI- Bangladesh Association of New Zealand Inc.)সাথে মিলে কভিড লকডাউনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা, বয়স্ক ও ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা ও তাদেরকে সহায়তা করা, আর্থিক ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সাহায্যের আয়োজন করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। বাংলাদেশী প্রবাসী ছাত্রদের লকডাউনের কারণে যে সকল সমস্যা হয় তাঁর কথা সরকার ও সরকারের এজেন্সীসমূহকে অবহিত করা হয় ও সমস্যা সমাধানের বাস্তবিক প্রস্তাব দেয়া হয়।

নতুন কার্যকরী পরিষদ CMRD কে পুনর্গঠন করে তার নতুন ডিরেক্টর ডঃ বাপন ফখরুদ্দিনকে নিয়োগ দেয়। এরফলে, সোসাইটির কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। একটি নতুন নিউজলেটারের প্রস্তাবনা আনা হয়, যারই ফলস্বরুপ আজকের এই 'দেশী হুইস্পার'। সরকারী ও বেসরকারি অনুদান সংগ্রহের ব্যাবস্থা নেয়া হয় ও ৩ রাও স্ট্রীটের অফিসকে পুনরায় কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র করার ব্যাবস্থা নেয়া হয়। কার্যকরী পরিষদ একটি ভার্চুয়াল লাইব্রেরী তৈরির জন্য একটি প্রজেক্ট তৈরি করে এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেয়।

সোসাইটির পুরাতন প্রোগ্রাম রেডিও একতারাকে পুনর্জ্জীবিত করার প্রচেষ্টা হাতে নেয় এবং তা চালু করার জন্য সদস্যদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। সোসাইটির ওয়েভ সাইটটিকে অতি শীঘ্রই নতুন অবয়বে চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওয়েভ সাইটটির ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায়

সংগঠন সংবাদঃ (২য় পৃষ্ঠার পর)

CMRD-এর মাধ্যমে প্রথম লকডাউন চলাকালীন সময়ে দুটি সমীক্ষা চালানো হয় যা পরবর্তীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের জার্নালে ও অন্তর্জালে প্রকাশিত হয়। সমীক্ষার ফলাফল সরকারী, বেসরকারি ও কমুইনিটি উন্নয়নে মহামারী চলাকালীন সমস্যা মোকাবেলায় বিশেষ অবদান রাখে। এজন্য সোসাইটি ও CMRD কে বিভিন্ন কমুইনিটি, সরকারী ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো ভূয়সী প্রশংসা করে। যারা এই সমীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তারা নিম্নের লিঙ্কটিতে গিয়ে পুরো আর্টিকেলটি পড়ুন।
https://www.preventionweb.net/files/73250_communitybasedresponsetothecovid19p.pdf

সোসাইটির সাধারণ কর্মকাণ্ড আবারো দ্বিতীয় বারের মতো বাধাগ্রস্থ হয় অকল্যান্ড লকডাউনের কারণে। এরপরেও স্বেচ্ছাসেবী কার্যকরী পরিষদ ২০১৯-২০ সালের সাধারণ সভার আয়োজন করে ১৩ই ডিসেম্বর ২০২০-এ। এই সাধারণ সভায় ২৯ বছরের সদস্যেদের একই বার্ষিক চাঁদার হার প্রথম বারের মত পরিবর্তন করে $১০/- থেকে $২০/- জনপ্রতি করা হয়। তবে ৬৫ বছরের উপরেরদের জন্য চাঁদা না দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সোসাইটি অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ২০২১ সালের ক্যাম্পিং-এর আয়োজন করেছিল সাথে আন্তর্জাতিক মতৃভাষা দিবস উৎযাপনেরও ব্যাবস্থা ছিল।প্রায় ১০০ জন এই ক্যাম্পিং-এ অংশ নেয়ার জন্য নাম নিবন্ধন করেন ও আরও কিছু সদস্য শুধু ডে-আউট হিসেবে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছিল। দুর্ভাগ্যবশত কমিউনিটিতে করোনা পাওয়ায় অকল্যান্ড লকডাউনে চলে যায় এবং এই কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে স্থগিত করা হয়।

বানজী (BANZI- Bangladesh Association of New Zealand Inc.):

কভিড ১৯ ও সাহায্যঃ বানজি লকডাউন কভিড ১৯-এ ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে $৫০০০/- বিভিন্নজনকে ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান করেন।
কার্যকরী পর্ষদ নির্বাচনঃ ২৮শে জুলাই ২০২০ সালে বানজির নতুন কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হয়। একটি প্যানেল এই নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বিতা করেন। মিঃ এম,এন,আই, শিদ্দিক লিয়াকত (প্রেসিডেন্ট), মিসেস রুপশ্রি ঝর্না চৌধুরী (ভাইস প্রেসিডেন্ট) ও মিঃ মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান (জেনারেল সেক্রেটারি)সহ ৯ সদস্যের সর্বসম্মতক্রমে কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হন।

বার্ষিক সাধারণ সভা ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২০, প্রথমবারের মতো Zoomএর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয় এবং কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভার আয়োজন করা হয়।
পিঠা উৎসবঃ ১লা নভেম্বর ২০২০, টিটারাংগী ওয়ার মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয়।
কোরান শিক্ষাঃ সাপ্তাহিক কোরান শিক্ষার ব্যাবস্থা করেন।
বানজির পিকনিকঃ ১৬ই জানুয়ারি ২০২১, অয়েনডারহোম রিজিওনাল পার্কে অনুষ্ঠিত করেন।

বানজির প্রপার্টিঃ ৩০শে জানুয়ারি ২০২১, বানজির প্রপার্টি ট্রাস্ট থেকে বানজিকে হস্তান্তর করা হয়।

আমাদের কথাঃ (১ম পৃষ্ঠার পর)

আশার কথা, সরকার ইতিমধ্যে করোনা মোকাবেলায় ভ্যাক্সিনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে নিউজিল্যান্ড সরকার সর্বকালের সর্ববৃহৎ mass vaccination program চালু করেছেন।

ফেব্রুয়ারী মাসটি এলেই বাংলাদেশীদের একটি কথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে যায় আর তা হল ২১ শে ফেব্রুয়ারী ও মাসব্যাপী বইমেলা। ভাষার জন্যই পৃথিবীর একমাত্র জাতি ২১ ফেব্রুয়ারিতে রক্ত দিয়েছে। এই দিনটি একাধারে দুঃখের এবং অন্যভাবে গর্বের। তাঁরই স্বীকৃতিস্বরুপ ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

করোনার কারণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বাভাবিক কার্যক্রম করা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও আমরা গভীরচিত্তে সেই সকল ভাষা সৈনিকদের স্মরণ করি ও তাদের জন্য দোয়া করি।

আশাকরি এবারের সংখ্যাটি আপনাদের ভালো লাগবে। আহ্বান জানাচ্ছি লেখা পাঠানোর ও মতামত দেয়ার জন্য।

সবাই ভালো থাকুন ও সুস্থ থাকুন।

খেলাধূলার সংবাদ:

সম্প্রতি, ১০ই জানুয়ারি, একদিনব্যাপী অকল্যান্ডে বেঙ্গল ব্যাশ টি টেন-২০২১ নামে একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। টুর্নামেন্টে সর্বমোট আটটি দল অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী দলগুলো নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশী প্রবাসীদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়। দলগুলোর নাম- কিংসম্যান, এসি ইম্পেরিয়ালস, টিম ফেরারী, বাংলা রাইডার্স, তাওরাঙ্গা টাইটান্স, রাইজিং টাইগার্স, ওয়াইকাটো ওয়ারিওর্স এবং রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গল।

এই টুনামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গল এবং রানার্সআপ ওয়াইকাটো ওয়ারিওর্স। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে ছিল ফেয়ার প্লে ট্রফি যা বাংলা রাইডার্স পেয়েছেন, বেস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে ট্রফি পেয়েছেন ওয়াসিম (রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গল), বেস্ট বলার রাফি(টিম ফেরারী, বেস্ট ফিল্ডার আরাফাত (ওয়াইকাটো ওয়ারিওর্স), বেস্ট উইকেট কিপার রবি (টিম ফেরারী), ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট সুজন(রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গল) এবং স্টার আইকন অফ দ্যা টুর্নামেন্ট সাদ্দাম (ওয়াইকাটো ওয়ারিওর্স)। টুর্নামেন্টটি স্পন্সর করেন চিকিংস টাকানিনি এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন নিউজিল্যান্ড ইনকর্পোরেট।
আয়োজক কমিটির সদস্যরা হলেন ইয়াসির আল্মাস রিয়াদ, মুহাম্মদ রবি ইসলাম, মাহবুব সোহেল ও আরেফিন হসেইন।
পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন নিউজিল্যান্ড ইনকর্পোরেট এর সম্মানিত সভাপতি জনাব নিজামুল ইসলাম সিদ্দীকি লিয়াকত।
ফটো ক্রেডিটঃ আশিকুর রহমান।
সূত্রঃ ফেসবুক থেকে সংগৃহীত.

স্মৃতিকথা

আপন ঘ্রাণ

মেঘবালিকা

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে এখন শীতকালটা কেমন বাংলার গ্রাম গুলোতে, আমার কল্পনাটা এখনও আটকে আছে পুরানো কোন একটা সময়ে । আমার আম্মু হচ্ছে সবার বড় তাই যখনই নানু বাড়ি যেতাম তখনই আসে পাশের সব আত্নীয় সজনরা সবাই আসবেই আসবে। একবার কোন একটা আয়োজনে নানাবাড়িতে, আমরা একটু আগেই চলে গিয়েছিলাম তারপর সব আত্নীয় সজনরা , খালাতো মামাতো ভাই বোনরা আসতে লাগলো একে একে । যে যখনই আসছে সবাই হুড়মুড় করে ছুটে যাচ্ছে তাদের দেখার জন্য ।

বিকাল থেকেই গুজ গুজ শুরু হলেও রাতে ঘুমাতে গিয়েই লাগতো বিপত্তি কারন কে নানুর পাশে ঘুমাবে এ নিয়ে, আর কাছে হলে হবে না নানুর পাশে শরীর ঘেষে ঘুমাতে হবে। আর আমরা সব বোনরাই নানুর পাশে ঘুমাতে চাই। এখনও মনে হয় নানুর গায়ের গন্ধ উপলব্ধি করতে পারি। ঘরের মেঝেতে লম্বা বিছানা পাতা হতো যাতে সবাই একসাথে শুতে পারে, সবাই মানে যারা নানুর সাথে শুবার জন্য অস্তির। মাথার নিচে শক্ত বালিশ আর গায়ের উপর অনেক গুলো কাঁথা কিংবা লেপ। বালিশ আর কাঁথাগুলো থেকেও কেমন যেন একটা গন্ধ আসতো, এখন মাঝে মাঝে মনে হয় সেই গন্ধটাও অনেক আপন ছিল। শীতের রাতে ঠাণ্ডা লেপ কাঁথার নিচে আমাদের ভাইবোনদের একসাথে থাকাটার মধ্যেও একটা সিন্ধ গন্ধ ছিল যা এখন অনুভব করতে কিন্তু তখন হয়তো বুঝতে পারিনি।

শীতের সকালের যে একটা গন্ধ তা হয়তো এখনও আছে কিন্তু আগের মতো কি আছে? আমরা সব কাজিনরা, এখন সবাই যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত, একে অপরের সাথে কালে ভাদ্রে দেখা হয়াটাও সপ্নের মতো। আমি নিজেই অনেক কে অনেক বছর দেখিনি।

নানু নেই বেশ কয়েক বছর হল। এমনি করে অনেক মানুষও হয়তো নেই। কিন্তু এখনও শীতের সকালে চিতই পিঠা বা ভাপা পিঠার আয়োজনে মাঝ রাত থেকে ঢেঁকি প্যাঁড়ার শব্দ, হাঁস মুরগীর সকালের জয়ধ্বনি, উঠানের মাঝখানে আগুন জালিয়ে তার পাশে জোয়ান বৃদ্ধদের ঘিরে বসে থাকা, শীতের ঠাণ্ডায় মূখ দিয়ে ধোয়া বের করার প্রতিযোগিতা সবই হয়তো আছে- শুধু নেই সেই সময়, সেই মানুষগুলো আর সেই আপন আপন গন্ধটা!!

কবিতা

পাপ পুণ্যের সমাচার

কিছু ভুল, কিছু পাপ,
ছিল অনিবার্য, এবং অবশ্যম্ভাবী;
হয়ত যৌবনের আবেগ,
উচ্ছলতার দাবী,
নাকি বিধাতার কৌশল!
পাপের কালিমায় জড়িয়ে
করি পরিতাপ;
পুণ্য কর্মে মুক্তি খুঁজে,
খুঁজে পাই তার ভালবাসা,
নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল।
এ কেমন তার কৌশল!
জানি না, কিভাবে!
ঝর্নার গান শুনে
হারালাম পথ পাহাড়ের নীরবতায়!
সেই ঘোর, সেই আকুলতা,
ছিল ভুল,ছিল পাপ
আজো করি তার পরিতাপ।
অশান্ত নদীতে অনন্ত যাত্রা নিরাপদ!
খুঁজে পাই পথ, গন্তব্য-স্থল!
এ কেমন বিধাতার কৌশল!
পুণ্য কর্মে মুক্তি খুঁজে
হয়ে যাই শতভাগ নিষ্পাপ;
এ কেমন তার কৌশল!

কবিঃ নারগিস আফরোজ চৌধুরী
২০শে ফেব্রুয়ারী, 2021
অকল্যান্ড।

Dr. Edric Baker's project

KAILAKURI HEALTH CARE PROJECT,
Madhupur, Tangail, Bangladesh

For your donation or contribution

Making a telegraphic transfer (TT) payment to our New Zealand Bank Account (ANZ, Whakatane, New Zealand). Account Name: Kailakuri Health Care Project - Link Group; Account Number: 010486 0185024 00, SWIFT code ANZ BNZ 22. Please email Glenn Baker at treasurerkhcp@gmail.com with your donation and contact details.

Please contact the BNZFS's publishing team for advertisement. -

Deshi Whisper বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির একটি মাসিক প্রকাশনা

আয়োজন ও নিউজলেটার পাবলিকেশন কমিটির তত্বাবধানে প্রচারিত | লেখা পাঠানোর জন্য সবাইকে আহ্বান করছি | যোগাযোগ করুন বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি ইনক, পাবলিকেশন কমিটি, ৩ রাও স্ট্রীট, অনিহুঙ্গা, অকল্যান্ড।

ISSN 2815-7831| Email: ayojon.newsletter@gmail.com